চার বন্ধুর সমুদ্র অভিযান

আলী আবদুল্লাহ

চার বন্ধুর সমুদ্র অভিযান

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০১৯

ISBN 978-984-8041-19-2

শার'ঈ সম্পাদনা : আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সম্পাদনা : জাকারিয়া মাসুদ

পৃষ্ঠা সজ্জা : আবদুল্লাহ আল মারুফ

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রকাশক : রোকন উদ্দিন

অনলাইন পরিবেশক

❑ রকমারি.কম ❑ ওয়াফি লাইফ

❑ ফিউচার উম্মাহ বিডি ❑ এহসান বুক শপ

বইমেলা পরিবেশক : অন্যরকম প্রকাশনী

পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়

বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

মূল্য: ২০০ টাকা

সমর্পণ প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

ফোন: +৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯

https://www.facebook.com/somorponprokashon

সূচি

সম্পাদকের কথা • ১০

লেখকের কথা • ১২

বোতল ভূত • ১৪

ফাতিমার অসুখ • ৫০

রঞ্জু মামা • ৭৭

চার বন্ধুর সমুদ্র অভিযান • ৯৪

চার বন্ধুর সমুদ্র অভিযান

সম্পাদকের কথা

ইশকুলের এক বাচ্চাকে পর্ণ দেখা অবস্থায় পেয়ে বড্ড হতচকিত হয়েছিলাম। একেবারে চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল আমার! আসলে এর জন্যে বাচ্চাটা যত-না দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী ওর অভিভাবকরা; যারা স্লেট-পেন্সিলের বদলে মুঠোফোন তুলে দিয়েছে ওর হাতে।

অধিকাংশ অভিভাবকই বিনোদনের নামে ভিডিও গেইমস, কার্টুন কিংবা অ্যানিমেশান মুভি তুলে দেন বাচ্চাদের হাতে। তারা হয়তো জানেনও না, এগুলো বিনোদনের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করে। বিকারগ্রস্ত করে তুলে শিশুদের। নিয়ে যায় এক অজানা অন্ধকারে। ওসব ছাইপাঁশ তুলে না দিয়ে যদি ঈমান জাগানিয়া কোনো বস্তু তুলে দিতাম শিশুদের হাতে, তবে হয়তো সমাজটাই পাল্টে যেত। বদলে যেত আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

আলহামদুলিল্লাহ, প্রিয় ভাই আলী আব্দুল্লাহ বাচ্চাদের দেওয়ার মতো সুন্দর একটি উপহার নিয়ে এসেছেন। অবশ্যি বইটি এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টামাত্র। এটি হয়তো সব জঞ্জাল দূর করতে পারবে না, কিন্তু আমরা চাই—এর মাধ্যমে খুলে যাবে চিন্তার দিগন্ত। দূর হবে সব কালিমা। সুবাসিত হবে বিষাক্ত পবন। সে পবনে শিশুরা নিশ্বাস নেবে প্রাণ খুলে।

আপনাদের ভাই,
জাকারিয়া মাসুদ

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে। সালাম ও দুরুদ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি। অগণিত সালাম বর্ষিত হোক সাহাবিদের প্রতি।

আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলা যুগে যুগে যত নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন তাঁদের সবার জীবন ছিল রোমাঞ্চকর। এবং তাঁদের প্রত্যেকের জীবনে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। নবি আলাইহিমুস সালাম এবং সাহাবি রাদিয়াল্লাহুম আজমাঈনদের জীবনকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মদের হাতে নতুনভাবে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস এই বই। যদিও বইটিতে মজার মজার গল্প আছে, কিন্তু নবিদের কাহিনিগুলো বলার সময় তা একটু কাঠখোট্টা ঠেকতে পারে। অনেক জায়গায় কুরআনের আয়াতগুলো সরাসরি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি টুকে দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক উৎস থেকে।

ইচ্ছে করলে সেগুলো নিজের ভাষায় লেখা যেত। যা করা হয়নি। এর কারণ—নবিদের কাহিনিগুলোকে প্রাঞ্জল করার থেকে সেগুলোকে বিশুদ্ধ রাখার দিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়েছে।

আমরা ছোটবেলায় সাইন্স ফিকশন, এডভেঞ্জার, থ্রিলার পড়ে পড়ে বড় হয়েছি, আমাদের নতুন প্রজন্ম এগুলোর সাথে সাথে নবিদের রোমাঞ্চকর গল্পগুলো তাদের পড়ার সূচিতে রাখুক—এটাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমাদের ছোটবেলায় যেই বইগুলোর অভাব ছিল, আমরা চাই না আমাদের সন্তানদের ছোটবেলায় সেই অভাবটা থাকুক। তাদের ছোটবেলা হোক জ্ঞানে-সাহিত্যে-গল্পে-মননে এবং দ্বীনে সমৃদ্ধ।

বোতল ভূত

জাফর স্যার আমাদের অঙ্ক করতে দিয়ে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়েছেন। চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন। দেখলে মনে হবে ঘুমোচ্ছেন। আসলে ঘুমোচ্ছেন না। ঘুমের ভান করে আছেন। মিটমিট করে দেখার চেষ্টা করছেন, কে কথা বলে। এটা স্যারের চোর ধরার পুরোনো কৌশল।

এই মুহূর্তে স্যার যদি কোনো ছাত্রকে কথা বলতে বা অন্যের খাতার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে ফেলে, তাহলেই সর্বনাশ। তিনি এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবেন। নাক কুঁচকে প্রাণ ভরে উপভোগ করবেন তার ঘন গোঁফের স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ। এরপর তিনি যা করবেন তা আরও ভয়াবহ। দুটো কাঠের স্কেল একত্র করে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে যাবেন অপরাধী ছাত্রের কাছে। চোর ধরা পরেছে, সেই আনন্দে গল গল করে হাসবেন কিছুক্ষণ। এরপর বেচারা ছাত্রকে

কায়দামতো পেটাবেন। সুতরাং অঙ্কটার আগামাথা আমি কিছু না বুঝলেও এখন দীপুকে কিছুই জিজ্ঞেস করা যাবে না। দীপু আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় এবং আমার সব থেকে প্রিয় বন্ধু। আমরা যা করি, একসাথে করি। খাই একসাথে, খেলি একসাথে। শুধু রেজাল্ট করি আলাদা আলাদা। সে হয় ফার্স্ট আর আমি লাড্ডুগুড্ডু। আমার পড়তে একদমই ইচ্ছে করে না। শুধু খেলতে ইচ্ছে করে, খোলা মাঠে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে, পানিতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করে। পরীক্ষার খাতায় আমি যেটুকু লিখি সব দীপুর খাতা দেখেই লিখি। সুতরাং কার ক্লাসে কীভাবে দেখে লিখতে হয় সব টেকনিক আমার মুখস্থ। এই যেমন জাফর স্যারের ক্লাসে দেখে লিখতে হলে অপেক্ষা করতে হবে তিনি কখন চোখ মেলে তাকাবেন।

জাফর স্যার ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে হালকা চোখ খুলে মিটমিট করে যখন দেখবেন, সবাই বেশ মনোযোগ দিয়ে লিখছে। কেউ কারও সাথে কথা বলছে না। তখন তিনি খুশি খুশি চোখ মেলে তাকাবেন এবং নিশ্চিন্ত মনে বইয়ের পাতা উল্টাতে শুরু করবেন। আর ঠিক তখনই কাজ সেরে নিতে হবে। এটা আমরা সব ছাত্রই এখন জানি। যা দেখাদেখি করার তখনই করে নিতে হবে। তবে সমস্যা হয়েছে অন্য জায়গায়। এখন থেকে আর এইভাবে দীপুর খাতা দেখে লেখা যাবে না। মাসজিদের ইমাম সাহেব কুরআন শিক্ষা ক্লাসে বলেছেন,

এইভাবে দেখে লিখলে গুনাহ হয়। এই কাজ আল্লাহ অপছন্দ করেন। কথাটা শুনে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, “শায়খ, পুরো দেখে না লিখে শুধু জিজ্ঞেস করে লিখলে কি গুনাহ হবে?” তিনি বললেন, “জিজ্ঞেস করে লেখাও ঠিক হবে না।”

সুতরাং দীপুর কাছ থেকে আর অনৈতিক কোনো সাহায্য নেয়া যাবে

না।

জাফর স্যার চোখ মেলে তাকিয়েছেন। তার ঠোঁটে বিজয়ের হাসি। তিনি এখন নিশ্চিন্ত মনে অঙ্ক বই খুলে তার ভেতর মুখ গুঁজে দিয়েছেন। এখন সব ছাত্ররাই টুকটাক কথা বলা শুরু করেছে, দীপুর ডাক শুনতে পাচ্ছি। সে আমাকে পেছন থেকে ফিসফিস করে ডাকছে।

অন্তু, এই অন্তু...

আমিও ফিসফিস করেই জবাব দিচ্ছি।

কী, বল?

অঙ্কটা পারিস?

না। পারি না।

এই নে খাতা দেখে ঝটফট টুকে ফেল।

না। লাগবে না।

লাগবে না কেন? আমার ওপর রাগ করেছিস নাকি?

না রাগ করিনি।

তাহলে?

দেখে লিখলে গুনাহ হয়।

কে বলেছে তোকে?

আরবি পড়ি যার কাছে, সেই ইমাম সাহেব বলেছেন।

ও। আচ্ছা, তোকে যে আমি অঙ্ক দেখাচ্ছি আমারও কি গুনাহ হচ্ছে?

হতে পারে। জানি না। ওনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

আচ্ছা অন্তু শোন।

বল।

ক্লাসের পর আমার সাথে যাবি, তোকে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাব।

কী দেখাবি?

গেলেই দেখবি।

বল কী দেখাবি? নয়তো যাব না বলে দিচ্ছি।

দীপু একটু থামল। স্যারের দিকে তাকাল। স্যার বইয়ে মুখ গুঁজে আছে। দীপু আশেপাশের সব ছাত্রদের দিকে সতর্কদৃষ্টি দিলো, না কেউ আমাদের কথা খেয়াল করছে না। দীপু খুব সাবধানে গলার স্বর আরও খানিক নামিয়ে ফিসফিস করে বলল,

তোকে আজকে ভূত দেখাব। বোতল ভূত।

কী?

আমি একটু চমকে উঠলাম। নিশ্চিত দীপু আমার সাথে দুষ্টুমি করছে। আমি বললাম,

ফাজলামো করছিস কেন দীপু?

ফাজলামো করছি না। সত্যি বলছি। তোকে আজকে বোতল ভূত দেখাব। অবশ্য ভূত বললে ভুল হবে, ও আসলে ভূতের বাচ্চা।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

আমাদের কথার এই পর্যায়ে স্যার বই থেকে চোখ তুলে তাকালেন। স্যার কে তাকাতে দেখে মুহুর্তেই মনে হলো মূক ও বধির হয়ে গেছি সবাই। পুরো ক্লাসে এখন পিন পতন নীরবতা। যে যার মতো অংক কষা শুরু করেছি। কথা বলতে গিয়ে স্যারের কাছে আজকে ধরা খেলে মারাত্মক কেলেঙ্কারি হয়ে যেতো। আল্লাহ রক্ষা করেছেন এই যাত্রায়। আমি আর দীপু স্যারের চোখ এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ।

ক্লাস শেষ করে আমি দীপুর সাথে পথ ধরে হাঁটা শুরু করলাম। ক্লাসে অঙ্ক ঠিকমতো কিছুই করতে পারিনি। শুধু বোতল ভূতের কথা মাথায় আসছিল। দীপু কি সত্যি বলছে, না গুল ছাড়ছে। কৌতূহল আটকে রাখতে পারছি না। আমি দীপুকে জিজ্ঞেস করলাম,

দীপু তোর কাছে সত্যি ভূত আছে নাকি তুই গুল ছাড়ছিস?

দীপু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, চল। গেলেই দেখবি।

এই কথা বলেই দীপু রহস্য মাখা হাসি হাসল, ওর হাসি দেখে আমার গা ছমছম করে উঠল।

আমি আর কোনো কথা বললাম না। চুপচাপ দীপুর সাথে হাঁটতে শুরু করলাম। আমরা হাঁটতে হাঁটতে শ্মশান ঘাট পার করলাম। শ্মশান ঘাটটার পরেই একটা পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। সবাই বলে এই পরিত্যক্ত বাড়িটির ভেতরে এখন প্রচুর সাপ থাকে। তাই এখানে দিনের বেলাতেই কেউ আসে না। রাতে আসার তো প্রশ্নই ওঠে না। এখন বিকেল। চারপাশে কাকপক্ষীও নেই। দীপু আমাকে নিয়ে জমিদার বাড়ির ভেতর ঢুকল। আমার শরীর কাঁপছে। শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে।